দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB 17 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...

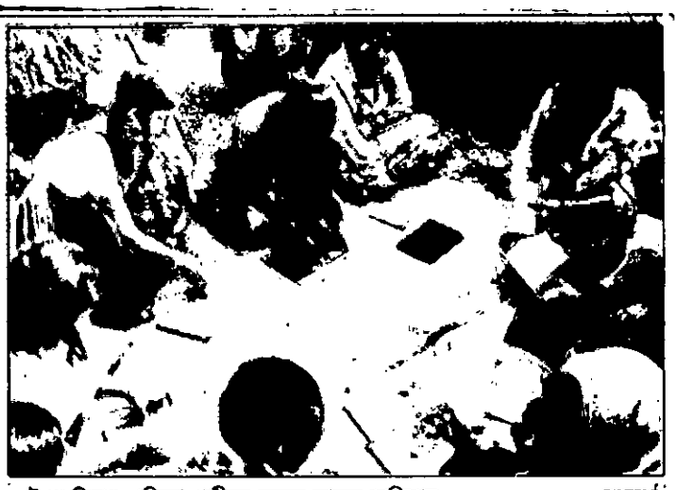

সোনাই ঝুমুররা এখন পড়তে লিখতে পারে

দৌলতদিয়ার পতিতা পল্লীতে চলছে সাক্ষর অভিযান —জনকণ্ঠ

সাব্বিরুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ থেকে ॥ গোটা গোটা অক্ষরে নিজের নাম লিখল সোনাই। বানান করে ঝুমুর পড়ে শোনাল আদর্শলিপি বই থেকে কয়েকটি শব্দ। না– ওরা কোন পরীক্ষা দিচ্ছিল না। এমনকি ওরা স্কুলের ছাত্রীও নয়। ওরা দৌলতদিয়া নিষিদ্ধ পল্লীর দুই যৌনকর্মী। স্কুলে লেখাপড়ার ভাগ্য ওদের হয়নি। জীবিকার জন্য মেনে নিতে হয়েছে পঙ্কিল জীবন। ওদের যতটুকু লেখাপড়া (?) তা একটি এনজিওর বদৌলতে। গণশিক্ষাসহ কয়েকটি প্রোগ্রাম নিয়ে এ সংস্থাটি দৌলতদিয়া পতিতাপল্লীতে কাজ করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরামের একটি দল ঐ পল্লী পরিদর্শনের সময় সোনাই, ঝুমুররা লিখে পড়ে দেখাল।

২০০১ সালের মার্চ থেকে শুরু হয়েছে ইউএনপি'র আর্থিক সহায়তায় গণশিক্ষা কার্যক্রম। প্রথম দফায় ৪শ' যৌনকর্মীকে অক্ষরজ্ঞান দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আরও ৪শ' যৌনকর্মীকে অক্ষরজ্ঞান দেয়া হচ্ছে। এটা শেষ হবে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এরপরও ঐ পল্লীর আরও প্রায় ৫শ' যৌনকর্মী বাদ থাকবে অক্ষরজ্ঞান থেকে।

শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে কথা বললেন ফরিদা আক্তার রুমী ও শামিমা আক্তার কনা। এরা দু'জন ছাড়াও লাইলী, মোহর ও বাবুল খান ঐ শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। ১৮টি গ্রুপে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে ক্লাস। সপ্তাহে ছয়দিন। উঠানে মাদুর পেতে গোল হয়ে বসে লেখাপড়া। মূলত বাংলা অক্ষর চেনা, নিজ নিজ নাম লেখা সেই সঙ্গে সহজ হিসাব শিক্ষা দেয়া হয়।

ফরিদা আক্তার রুমী জানালেন, শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেয়ার পর প্রায় সবাই নিজ নিজ নাম লিখতে পারে। অক্ষর চেনে। কেউ কেউ বেশ পড়তে শিখেছে। এদেরই দাবিতে পতিতাপল্লী সংলগ্ন একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। এখানে দৈনিক পত্রিকা, বইপত্র, টেলিভিশন আর খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে।

যৌনকর্মীরা জানাল, তারা নিয়মিত ক্লাসে অংশ নিতে পারে না। পেশাগত কারণে রাত কাটে নির্ঘুম। দিনেও বিশ্রাম নেই। কার্যত পল্লীর মেয়েদের দিনরাত বলে কিছু নেই। ইচ্ছা থাকলেও শরীরে কুলায় না। মনোযোগও থাকে না। তার পরও ফরিদা আক্তার এদের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট।